সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতে ছিলেন, সুকান্ত সেই কবি। সুকান্তই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম জনগণের কবি। শৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক—কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকেই সে উঠে এসেছিল।

—জগদীশ ভট্টাচার্য : কবি কিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) যেন সত্যিই সেই কবি যার বাণী শোনার জন্য কবি কান পেতেছিলেন। সুকান্ত কৃষাণ-মজুরের জীবনের শরিক, কর্মে ও কথায় তাদের সত্যকারের আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন, তিনি যথার্থই মাটির কাছাকাছি মানুষ, মৃত্তিকা সন্নিকর্ষ জীবনের শিল্পী। তদানীন্তন

Scanned with CamScanner

যুগ ও জীবনের বেদনা যন্ত্রণা রক্তদহন আর প্রাণের দুরন্ত উল্লাস প্রতিবিম্বিত হয়েছে সুকান্তর রচনায়। ভয়ংকর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের রক্তঝরা আন্দোলন, পঞ্চাশের করাল মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বর্বর সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর মহাজন ও পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ বাংলার জীবনকে বিপর্যয়ের অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে যায়, মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন শুরু হচ্ছে, দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের মানুষ স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হচ্ছে—প্রবল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রগতিশীল আন্দোলনে সামিল হয়ে মানুষের সপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন। সুকান্তর কবিতায় তদানীন্তন যুগের এই জ্বালা যন্ত্রণা দাহ, এই অগ্নিপ্রত্যয় রূপ পেল; তিনি অনুভব করলেন—'দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে, বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,/রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে / পূর্ব কোণ' (বিদ্রোহের গান—পাণ্ডুলিপি)। তিনি তাদের আহ্বান শুনতে পেলেন—'আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায় যারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায় ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়' এবং সেই দিগন্ত প্রসারিত অগ্নিবাণীতে তাঁর কবিতাকে দীপ্ত ভয়ংকর অমোঘ করে তুললেন যা অন্যায় পাপকে দূরীভূত করে, শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে, মানুষকে অভিষিক্ত করে অনন্য মর্যাদায়। সুকান্তর অল্প বয়সের কবিতায় ঐ বিদ্রোহবাণী রূপ পেয়েছিল পরে তা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। নিতান্তই বাল্যকাল থেকে কবিতা লিখলেও সুকান্তর সব কাব্যই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে—'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'ঘুম নেই' (১৯৫০), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০, এই কাব্যের কবিতাগুলো কবির প্রথম বয়সের রচনা), 'মিঠে কড়া' (১৯৫১, ছড়া সংগ্রহ)। এছাড়া আছে তাঁর 'গীতিগুচ্ছ', 'অভিযান', 'হরতাল', গল্পসংগ্রহ এবং অন্যান্য রচনা যা 'সুকান্ত-সমগ্র' গ্রন্থে সংকলিত।

রাজনৈতিক ভাবনা সুকান্তর শিল্পীস্বভাবের মর্মমূলে বিদ্যমান। রাজনৈতিক আদর্শের যথাযথ প্রতিপাদন সমাজটাকে পালটে ফেলে অত্যাচার অনাচার দূর করে মানুষকে উজ্জ্বল উদ্দীপিত করে তাকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। রাজনৈতিক বক্তব্য সমন্বিত তাঁর কবিতা আগুনের মতো ঝলসে উঠেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতায় শ্লোগান আছে, অন্তত শ্লোগানের মতো উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী প্রকাশ আছে এবং এই সব শ্লোগান কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর প্রচারধর্মী কবিতা যেন সংগ্রামের শিল্পভাষ্যে পরিণত হয়েছে—

শোন্‌রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই। (বোধন—ছাড়পত্র)

সুকান্তর কাব্য সমকালীন জীবনের প্রতিরূপ। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ কালোবাজারী এবং শাসক-শোষকের দুঃসহ পীড়ন কবিকে ব্যথিত করেছে, তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছে প্রবল ক্রোধ। কৃষকের আপন জন মরে গেছে, নিজের হাতে বোনা জমির ধান গোলায় ওঠেনি, তার দেশ বিপন্ন জীবন নিরন্ন, মৃত্যুরা

Scanned with CamScanner

প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ রক্তের আলপনা আঁকে—

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনো জীবিত।...
আজকে মজুর তাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।...
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহূর্তের ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা। (বিবৃতি—ছাড়পত্র)

সুকান্তর ভাবনা বিশ্ববিথারী। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের মিল, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবচেতনা তাঁকে স্পন্দিত করে—'ইন্দোনেশিয়া যুগোশ্লাভিয়া রুশ ও চীনের কাছে' তাঁর ঠিকানা গচ্ছিত আছে, সারাজীবন সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে 'তিউনিসিয়ার পেয়েছি জয়, ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব, ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র' (প্রিয়তমাসু—ঘুম নেই)।

চিরকালের ভাবনা আছে সুকান্তর কবিতার মধ্যে। সমকালীন বিদ্রোহ বাণী চিরকালীন হয়ে উঠেছে। তাই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তিনি প্রাসঙ্গিক, তাই রাজা পালটালেও যখন শাসন-শোষণ অব্যাহত থাকে তখন তাঁর খড়্গ কালপুরুষের মতো ঝলসে ওঠে। অথবা তিনি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে চিরকালের সত্য তুলে ধরলেন—"মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র, / নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ, / অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা, / আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন" (ঐতিহাসিক—ছাড়পত্র)। অবশ্যই মনে পড়ে শেক্সপীয়রের কথা—"And this our life, exempt from public haunt. / Finds tongues in trees, books in the running brooks. / Sermons in stones, and good in everything" (As You Like It).

সুকান্তর ব্যক্তিগত ভাবনা ও কাব্যপ্রতীতি প্রকাশ পেয়েছে 'হে মহাজীবন' কবিতায়। মহতের অভীপ্সা কবির ছিল, মহাজীবনের সত্য তিনি অন্বেষণ করেছেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনাদর্শের সঙ্গে মহাজীবনের ভাবনা মিশে গিয়ে চিরন্তন সত্য নির্মাণ করে—

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥ (হে মহাজীবন—ছাড়পত্র)

সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় আনত। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন, কাব্যনাট্য লিখেছেন, গান লিখেছেন যাতে রবীন্দ্রভাবনার আলোকময় স্পর্শ আছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' থেকে একটি কবিতার অংশ উল্লেখ করা হল—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

Scanned with CamScanner